পঞ্চম অধ্যায়

পিতা-মাতার বিবাহ

প্রসঙ্গ ঃ বিবি আমেনার গর্ভে নূরে মোহাম্মদীর সরাসরি গমন

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বৎসর পূর্বে, (পৃথিবীর হিসাবে পাঁচশত এগার কোটি বৎসর পূর্বে) নবী করিম (দঃ) নূর হিসেবে আল্লাহর সান্নিধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। তারপর হযরত আদম (আঃ)-এর সাথে সেই নূর পৃথিবীতে আগমন করেন এবং হযরত শিষ, হযরত ইদ্রিস, হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাইল (আঃ) প্রমুখ পয়গাম্বর ও নেককারগণের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হতে হতে অবশেষে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর ললাটে স্থানলাভ করেন। হযরত ইসমাইল ও হযরত আবদুল্লাহ ছিলেন যবিহ্উল্লাহ। নবী করিম (দঃ) স্বয়ং শুকরিয়া আদায় করে বলতেন- "আমি দুই যবিহ্উল্লাহর সন্তান"।

হযরত আবদুল্লাহর (রঃ) বয়স যখন চব্বিশ বৎসর, তখন পিতা তাঁকে বিবাহ করানোর উদ্দেশ্যে পাত্রীর অনুসন্ধানে বের হন। পথিমধ্যে ওয়ারাকা ইবনে নওফেল-এর বোন ফাতেমা-ওরফে উম্মে কিতাল হযরত আবদুল্লাহর ললাটে নূর লক্ষ্য করে স্বেচ্ছায় বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ পিতার সম্মানে ঐ প্রস্তাব নাকচ করে দেন।

ঐ দিনই মদিনাবাসী এবং মক্কায় প্রবাসী ওহাব ইবনে আব্দে মুনাফ-এর ভাগ্যবতী কন্যা বিবি আমেনার সাথে হযরত আবদুল্লাহর বিবাহ সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য যে, মদিনার বনী আদি বংশের জাহ্রা গোত্রে আবদুল মোত্তালেবও বিবাহ করেছিলেন এবং সেই ঘরে আবু তালেব, হযরত হামজা, হযরত আব্বাছ ও নবী করিম (দঃ)-এর পিতা হযরত আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। সেই গোত্রেরই কন্যা ছিলেন বিবি আমেনা (রাঃ)। সুতরাং হযরত আবদুল্লাহ ও নবী করিম (দঃ)- উভয়েরই মাতুলালয় ছিল মদিনা।

রজব মাসের প্রারম্ভে এই শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং ঐ দিনেই মিনার নিকটে শিয়াবে আবি তালেব নামক স্থানে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ হয়। ঐ দিনেই হযরত আবদুল্লাহর (রাঃ)-এর ললাট হতে নবুয়তের পবিত্র নূর মা আমেনার (রাঃ) গর্ভে সরাসরি স্থানান্তরিত হয় - (মাওয়াহেব ও বেদায়া নেহায়া) পহেলা রজব শুক্রবার

www.sunnibarta.com

রাতে নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র নূর (মাটি নয়) মায়ের রেহেমে স্থানলাভ করেন বলে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া ও আনওয়ারে মোহাম্মদীয়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বিবি আমেনার (রাঃ) সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঐ রাত্রেই বিবি আমেনাকে স্বপ্নযোগে জানিয়ে দেয়া হয়- **"তুমি এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানবকে ধারণ করেছ। সন্তান ভূমিষ্ট হলে তাঁর নাম রাখবে মোহাম্মদ (দঃ) বা বারংবার প্রশংসিত"**।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, "ঐ রাত্রেই কোরেশদের গৃহপালিত পশুগুলো নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল যে, আজ সমগ্র পৃথিবীর চেরাগ, আল্লাহর প্রিয় রাসুল (দঃ) মাতৃগর্ভে এসেছেন। আল্লাহর কুদরতে সমগ্র পৃথিবীর প্রাণীকুলের মধ্যে একটি নৈসর্গিক আনন্দের ঢেউ খেলে গিয়েছিল। কিন্তু খুশী হতে পারেনি সেদিন অভিশপ্ত শয়তান" (আনওয়ারে মোহাম্মদিয়া)।

আজও মানবরূপী কিছু শয়তান মিলাদুন্নবীর শুভদিনে খুশী হতে পারেনা। তারা এই আনন্দময় দিবসে মিলাদুন্নবীর বিরুদ্ধে নব আবিস্কৃত সিরাতুন্নবী নামে লোক দেখানো পৃথক মাহফিল করে, মিলাদুন্নবীর তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনাবলীর সমালোচনা করে এবং মিলাদুন্নবী (দঃ) মাহফিল ও অনুষ্ঠানকে বেদাত বলে অপপ্রচার চালাতে থাকে। অথচ মিলাদুন্নবীর প্রথা সুন্নাতসম্মত একটি প্রথা। এই প্রথাকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে একটি ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক দল ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীন ইসলামী ফাউন্ডেশনে পক্ষকালব্যাপী সিরাতুন্নবী নামে অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে। ইসলামী ফাউন্ডেশনের জেলা অফিসগুলোকেও সরকারী মিলাদুন্নবীর পরিবর্তে সিরাতুন্নবী অনুষ্ঠান পালন করতে বাধ্য করা হয়। এভাবে তারা বাংলাদেশে একটি ওহাবী নেটওয়ার্কের অধীন কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এই গভীর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। আল্লাহর শোকর- আহলে সুন্নাত ও ইসলামী ফ্রন্টের আন্দোলনের ফলে ১৯৯৭ই হতে ঈদে মিলাদুন্নবী চালু হয়েছে–এখনও (২০০৭ইং) চালু আছে।

বিবি আমেনা (রাঃ)-এর সাথে পরিণয়ের পরদিন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে পথে ফাতেমা-ওরফে উম্মে কিতালের সাথে সাক্ষাত হয়। এবার মহিলা হযরত আবদুল্লাহকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে জবাবে বলে–

قَدْ فَارَقَكَ النُّوْرُ الَّذِيْ كَانَ مَعَكَ بِالْاَمْسِ فَلَيْسَ لِيْ بِكَ الْيَوْمَ حَاجَةٌ اِنَّمَا اَرَدْتُ اَنْ يَّكُوْنَ النُّوْرُ فِيَّ فَاَبَى اللّٰهُ– (مَوَاهِبُ)

www.sunnibarta.com

অর্থ–"গতকাল তোমার ললাটে যে নূর ছিল–আজ সে নূর তোমার থেকে বিদায় নিয়েছে। সুতরাং আজ তোমাতে আমার আর কোন প্রয়োজন নেই। আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল–সেই নূর আমার মধ্যে স্থানান্তরিত হোক। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না–তাই তিনি অন্যত্র স্থানান্তরিত করেছেন"। (মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া)।

একজন সাধারণ মহিলা হয়েও উম্মে কিতাল নবী করিম (দঃ) কে নূর হিসেবে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হলো। কিন্তু হতভাগা ওহাবীরা তাঁকে প্রত্যক্ষ করলো মাটির মানুষ হিসেবে। আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী নামে আওর মোহাম্মদীয়া বাতিল তরিকার জনৈক পীর তার অসিয়ত ও নছিহত নামায় নবী করিম (দঃ) কে সাধারণ মানুষ প্রমাণ করার জন্য লিখেছে–**"নবী পাক (দঃ) পিতার নাপাকী থেকে মায়ের নাপাকীর সাথে মিশে আবার নাপাক জায়গার ভিতর দিয়েই পৃথিবীতে এসেছেন"**। নাউযুবিল্লাহ!

এমন অশালীন ও অসভ্য উক্তি একজন কাফেরও কোনদিন করেনি। আল্লাহ এসব দুশমনে রাসুল–এর সংশ্রব থেকে মুসলমানকে রক্ষা করুন। উক্ত অর্বাচীন পীর নবী করিম (দঃ) কে মাটির মানুষ বলেও উল্লেখ করেছে। আমি ১৯৯৫ইং তে ইনকিলাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম–কিন্তু সে তাতে আসেনি।

পিতার ইন্তেকাল ঃ

হযরত বিবি আমেনা (রাঃ) নূরনবীকে গর্ভে ধারণ করার দুই মাস পরেই হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া গমন করে সেখান হতে ফেরার পথে মদিনায় মাতুলালয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই ইনতিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন! তাঁকে "দারুন নাবেগা" নামক মহল্লায় (বর্তমান মসজিদ নববীর ভিতরে) দাফন করা হয় (বেদায়া)। এভাবে শিশুনবী (দঃ) জন্মের পূর্বেই ইয়াতিমে পরিণত হন। গর্ভের প্রায় নয় মাস অতিক্রান্ত হবার পর রবিউল আউয়াল মাসের দ্বাদশ তারিখ সোমবার সোব্হে সাদেকের সময় দিবা-রাত্রির সন্ধিক্ষণে জগতকে আলোকিত করে ধরাধামে আগমন করেন আল্লাহর প্রিয় হাবীব শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

বেলাদতের তারিখ ও দিনের সমাধান

আজকাল এক শ্রেণীর লোক বলে বেড়ায়-নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নাকি মতভেদ রয়েছে। সুতরাং ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখটিই যে ঠিক–তা কি করে বলা যাবে?

www.sunnibarta.com

এর জবাবে আমরা বলবো--যদি সহিহ বর্ণনায় এই তারিখটি সুপ্রমাণিত হয়, তাহলে কি তারা এই দিনটি মিলাদুন্নবী দিবস হিসেবে পালন করতে রাজী আছেন? না, কখনও আশা করা যায়না। আপনারা দিবস পালন করুন- আর নাই করুন, নবী করিম (দঃ) যে এই তারিখেই জন্ম গ্রহণ করেছেন- তার অকাট্য প্রমাণ নিন।

আপনাদের গুরু ইবনে কাছির তার বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থের ২য় খন্ডের ২৬০ পৃষ্ঠায় (পুরাতন) এবং হাফেয আবু বকর ইবনে আবি শায়বাহ (ওফাত ২৫৩ হিঃ) সহীহ সনদে হযরত জাবের ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) থেকে আফফান ও সায়ীদ ইবনে মীনা-এর সহী সনদ সূত্রে হুযুর আকরাম (দঃ)-এর জন্মতারিখ ও ইনতিকাল তারিখ সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখিত হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন -

عَنْ عَفَّانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مِيْنَا عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُمَا قَالَا وُلِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيْلِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ وَفِيْهِ بُعِثَ وَفِيْهِ مَا جَرَوَفِيْهِ مَاتَ- وَهٰذَا هُوَالْمَشْهُوْرُ (اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ ج ٢ صفحه ٢٦٠)

অর্থ-"হযরত আফফান থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত সায়ীদ ইবনে মীনা থেকে, তিনি হযরত জাবের (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। জাবের ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- "নবী করিম (দঃ) হস্তীবাহিনী বর্ষে সোমবার দিনে ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন, এই দিনেই তিনি নবুয়তের দায়িত্ব পেয়েছেন, এই দিনেই তিনি হিজরত করেছেন এবং এই দিনেই ওফাত পেয়েছেন"।

"ইবনে কাছির বলেন- ইহাই প্রসিদ্ধ ও মশহুর মত" (বেদায়া ও নেহায়া ২য় খন্ড ২৬০ পৃষ্ঠা)। সুতরাং তাদের নেতার কথা মান্য করা তাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

www.sunnibarta.com